(সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ১৯৪)
WEEKLY BOOKLET 194

ফয়যানে ইমাম বুখারী (رحمۃ اللہ علیہ)

ইমাম বুখারী رحمۃ اللہ علیہ এর
মাযার মোবারক

- ইমাম বুখারী رحمۃ اللہ علیہ এর পরিচিতি
- বুখারী শরীফের শান ও মহত্ত্ব
- আল্লাহর মাহবুবের দরবারে ইমাম বুখারীর অপেক্ষা

উপস্থাপনায়:
মজলিস-তাহকীকাতুল ইসলামিয়া বাংলাদেশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

ফয়যানে ইমাম বুখারী رحمۃ اللہ علیہ

আত্তারের দোয়া: হে **আল্লাহ পাক**! যে ব্যক্তি এই "**ফয়যানে ইমাম বুখারী** رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে হযরত ইমাম বুখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ইশকে রাসূল থেকে অংশ দান করো এবং তাকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ প্রেরণ করবে, **আল্লাহ পাক** তার প্রতি দশবার দরূদ (অর্থাৎ রহমত) অবতীর্ণ করবেন।

(মুসলিম, ১৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস ৯১২)

যাতে ওয়ালা পে বার বার দূরূদ
সর সে পা তক করোর বার সালাম

বার বার অউর বে শুমার দূরূদ
অউর সরাপা পে বে শুমার দুরূদ

(যওকে নাত, ১২৩-১২৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো (ঘটনা)

এক ছোট্ট শিশুর আব্বাজান মারা গিয়েছিলো, **আল্লাহ**র ইচ্ছায় এমন হলো যে, বাল্যকালেই তাঁর চোখের (Eyes) দৃষ্টিশক্তি চলে গেলো। তাঁর সৎচরিত্রবান আম্মাজান খুবই কষ্ট পেলেন, তিনি তাঁর সন্তানের চিকিৎসাও করিয়েছেন কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো না, এখন তো বেচারা মা খুবই পেরেশান হয়ে গেলেন, তিনি এই বেদনায় কাঁদতে থাকেন এবং **আল্লাহ পাকে**র দরবারে নিজের সন্তানের দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার দোয়া করতে থাকেন, **আল্লাহ পাকে**র দয়ায় জোশ এলো এবং তিনি তার নেককার বান্দীর প্রতি দয়া করলেন। হলো কি, একরাতে ঘুমের মধ্যে ভাগ্যের নক্ষত্র চমকে উঠলো, অন্তরের চোখ খুলে গেলো এবং স্বপ্নে **আল্লাহ পাকে**র প্রিয় নবী হযতর ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيۡهِ السَّلَام তাশরীফ নিয়ে এলেন এবং বললেন: **আল্লাহ পাক** তোমার দোয়ার কারণে তোমার সন্তানকে আবারো দৃষ্টিশক্তি প্রদান করে দিয়েছেন। সকালে উঠে মা যখন তার আদরের সন্তানকে দেখলো তখন اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه তার চোখ (Eyes) দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ছিলো।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা কি জানেন, এই সৌভাগ্যবান শিশুটি কে ছিলো? জি হ্যাঁ! এই ছোট্ট শিশুটি বড় হয়ে অনেক বড় আলিম ও মুহাদ্দীস হয়ে দুনিয়ায় প্রকাশ হয়েছিলো, যাকে মানুষেরা "ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ" বলে জানে। **আল্লাহ রাব্বুল ইযযতে**র রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পরিচিতি

ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জন্ম (Birth) ১৩ শাওয়াল ১৯৪ হিজরী শুক্রবার (উজবেকিস্তানের একটি শহর) "বুখারা"তে হয়। তাঁর নাম মুহাম্মদ এবং উপনাম হলো আব্দুল্লাহ। (ফতহুল বারী, ১/৪৫২) তাঁর উপাধীগুলো হলো: আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস, হাফীযুল হাদীস, নাসিরুল আহাদীসিন নবুবিয়্যত, হিবরুল ইসলাম, সায়্যিদুল ফুকহা ওয়াল মুহাদ্দীসিন, ইমামুল মুসলিমীন এবং শায়খুল মুমিনীন ইত্যাদি। (সিয়ারে আলামুন নুবালা, ১০/২৯৩,২৯৯। তবকাতিশ শাফেয়ীয়াল কুবরা, ২/২১২। ভূমিকা নুযহাতুল কারী, ১/১০৬। আল আলামু লিল যুরকালী, ৬/৩৪)

www.dawateislami.net

ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর আব্বাজান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর আব্বাজান হযরত ইসমাইল বিন ইব্রাহিম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কোটি কোটি মালেকীদের ইমাম, ইমাম মালিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর শাগরেদ এবং অলীয়ে কামিল হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সান্নিধ্যলাভকারী ছিলেন। তাঁর তাকওয়া ও পরহেযগারীতার অবস্থা এমন ছিলো যে, নিজের ধন সম্পদকে সন্দেহ (এমন জিনিস যা হালাল বা হারাম হওয়াতে সন্দেহ হওয়া) থেকে বাঁচাতেন। ইন্তিকাল শরীফের সময় তিনি বলেন: আমার নিকট যেই সম্পদ রয়েছে, আমার জানামতে এতে একটিও সন্দেহযুক্ত দিরহাম নেই। (ইরশাদুস সারী, ১/৫৫) **আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

না মুঝ কো আযমা দুনিয়া কা মাল ও যর আতা করকে
আতা কর আপনা গম অউর চশমে গিরইয়াঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৪০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নেককার পিতামাতার বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর আব্বাজানের তাকওয়া ও পরহেযগারীতার কথা কি আর বলবো, আসলেই সন্দেহযুক্ত মাল থেকে বেঁচে থাকা খুবই মহান কাজ, কিন্তু আফসোস! আজকাল সন্দেহযুক্ত মাল থেকে বেঁচে থাকা দূরের কথা মানুষ হারাম উপার্জন করা থেকে বিরত থাকে না, মনে রাখবেন! হারাম মালের পরিণতি খুবই অশুভ, হারাম মাল পরবর্তি প্রজন্মের আচরণকে ধ্বংস করে দিতে পারে, নিজের সন্তানের শরীয়ত ও সুন্নাত অনুযায়ী লালন পালন করার পাশাপাশি হালাল উপার্জন এবং হালাল খাওয়া, খাওয়ানোর প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিৎ, অন্যথায় মনে রাখবেন, হারাম মাল খাওয়া, খাওয়ানোর অশুভ পরিণতিতে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি হতে পারে, একটি হৃদয়বিদারক বর্ণনা পড়ুন এবং হালাল উপার্জন ও খাবারের চিন্তা করুন, তাছাড়া যদি **আল্লাহ** না করুক কখনো হারাম উপার্জন করা হয়ে থাকে তবে তা থেকেও সত্য অন্তরে তাওবা করে সে ব্যাপারে মুফতীয়ে ইসলাম থেকে নির্দেশনা নিয়ে মুক্তির উপায় খুঁজে নিন, অন্যথায় খুবই পেরেশানির শিকার হতে হবে।

www.dawateislami.net

দূর্ভাগা স্বামী এবং পিতা (ঘটনা)

বর্ণিত আছে: পুরুষের সাথে সম্পর্কীদের মধ্যে সর্বপ্রথম হলো তার স্ত্রী ও তার সন্তান, এরা সবাই (অর্থাৎ স্ত্রী, সন্তান) কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** সামনে দাঁড়িয়ে আরয করবে: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই লোক থেকে আমার হক আদায় করে দাও, কেননা সে কখনো আমাদেরকে দ্বীনি বিষয়ে শিক্ষা দেয়নি এবং সে আমাদেরকে "হারাম" খাইয়েছে, যা সম্পর্কে আমরা জানতাম না, অতঃপর সেই ব্যক্তিকে "হারাম উপার্জনের" জন্য এমনভাবে মারা হবে যে, তার মাংস ঝরে যাবে, তাকে মিযানে নিকট আনা হবে, ফিরিশতারা পাহাড়ের সমান তার নেকী নিয়ে আসবে, তখন তার পরিবার পরিজনের মধ্যে এক ব্যক্তি অগ্রসর হয়ে বলবে: আমার নেকী কম। তখন সে তার নেকী থেকে নিয়ে নিবে, অতঃপর অপরজন এসে বলবে: তুমি আমাকে সূদ খাইয়েছিলে, এবং তার নেকীসমূহ থেকে নিয়ে নিবে, এভাবে তার পরিবারের লোকজন তার সকল নেকী নিয়ে নিবে এবং সে তার পরিবার পরিজনের দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে বলবে: এখন আমার ঘাড়ে ঐসকল গুনাহ ও অত্যাচার রয়ে গেছে, যা আমি তোমাদের জন্য করেছিলাম। ফিরশতারা বলবে: সে ঐ (দূর্ভাগা) ব্যক্তি, যার

www.dawateislami.net

নেকী তার পরিবারের লোকেরা নিয়ে গেছে এবং সে তাদের কারণে জাহান্নামে চলে গেছে।

(কুররাতুল উয়ুন, ৪০১ পৃষ্ঠা। নেকীউ কি জাযায়েঁ অউর গুনাহো কি সাজায়েঁ, ৯৩ পৃষ্ঠা)

ইয়া রব বাঁচা লে তু মুঝে নারে জাহান্নাম সে
আউলাদ পর ভি জাহান্নাম হারাম হো

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩১০ পৃষ্ঠা)

নেক কাজের সাথে হারাম কাজের লেনদেন

আল্লাহ পাকের প্রিয় শেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন কিছু লোক উপস্থাপন করা হবে, যাদের নিকট তেহামা পাহাড়ের সমান নেকী থাকবে কিন্তু যখন তাদেরকে আনা হবে তখন **আল্লাহ পাক** তাদের সমস্ত নেকী বাতিল ঘোষণা করবেন অতঃপর তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। আরয করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এর কারণ কি? ইরশাদ করলেন: সেই লোকেরা নামায পড়তো, রোযা রাখতো, যাকাত দিতো এবং হজ্জ করতো কিন্তু যখন তাদের সামনে কেউ হারাম জিনিস আসতো তখন তা নিয়ে নিতো, অতএব **আল্লাহ পাক** তাদের আমলকে বাতিল করে দিলেন।

(কিতাবুল কাবায়ির, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ভয়ঙ্কর আওয়াজ

অপর এক হাদীসে পাকে রয়েছে: যে ব্যক্তি হারামের কোন বস্তু খেলো, তবে তার পেটে আগুন পূর্ণ করে দেয়া হবে এবং সে যখন নিজের কবর থেকে উঠবে, সমস্ত সৃষ্টি তখন তার ভয়ানক আওয়াজে কেঁপে উঠবে, এমনকি **আল্লাহ পাক** সৃষ্টির মাঝে যা ফয়সালা করার করে দিবেন।

(কুররাতুল উয়ুন, ৩৯২ পৃষ্ঠা)

জু দুকানেঁ খেয়ানত সে চমকায়ে গে!
কিয়া উনহেঁ যর কে আনবার কাম আয়ে হে?
কহরে কাহহার সে কিয়া বাঁচ পায়ে গে?
জি নেহী, নারে দোযখ মে লে জায়ে গে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি পিতামাতা কোরআন ও হাদীসের উপর আমলকারী, খোদাভীতি সম্পন্ন হয় তবে সন্তানও পিতামাতার ফয়যে তাকওয়া ও পরহেযগারীতার পথে পরিচালিত হবে। ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সম্মানিত পিতামাতার ইবাদত ও পরহেযগারীতার দুনিয়া উপকারীতা যা তাঁরা পেয়েছেন, তা নিজের সন্তান **"ইমামুল মুহাদ্দীসিন"** হওয়াতে পেয়েছেন, যাঁকে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ "ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ" নামে স্মরণ রাখবে এবং তাঁর লিখিত প্রসিদ্ধ কিতাব **"সহীহ বুখারী"** এর ফয়যান দ্বারা সমৃদ্ধ হতে থাকবে।

www.dawateislami.net

বে আদব মা বাআদব জন সাকতি নেহী
মা'দানে যর মা'দানে ফওলাদ বন সাকতী নেহী

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেককার পিতামাতার বরকত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا বলেন: "নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** মানুষের নেক কাজের দ্বারা তার সন্তান এবং সন্তানের সন্তান এর সংশোধন করে দেন আর তার বংশ ও তার প্রতিবেশীদের মধ্যে তার হেফাযত করে থাকেন এবং তারা সবাই **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে পর্দা ও নিরাপত্তায় থাকে।" (তাফসীরে দুররে মনসুর, ৫/৪২২)

পীর ও মুর্শিদ পর মেরে মা বাপ পর
হো সদা রহমত এ্যায় নানায়ে হোসাইন

ইমাম বুখারীর প্রতি প্রিয় নবী ﷺ এর অনুগ্রহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদীসে পাকের বরকতময় দুনিয়ায় যেই মান ও মর্যাদা ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর অর্জিত হয়েছে, তাঁর উদাহরণ তিনি নিজেই, তাঁর লাখো হাদীসে মুবারাকা মুখস্ত ছিলো। তাঁর প্রতি **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ ছিলো। ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একবার স্বপ্নে

দেখলেন যে, তিনি **আল্লাহর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শরীরে বসা মাছি তাড়াচ্ছিলেন। স্বপ্ন দেখে তিনি চিন্তিত হয়ে গেলেন যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক শরীরে তো মাছি বসতোই না। ওলামায়ে কিরাম এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেন: আপনাকে মুবারকবাদ, আপনি হাদীসে যেই মিশ্রন হয়ে গেছে তা পবিত্র ও পরিষ্কার করবেন।

(ভূমিকা, ফতহুল বারী, ১/৯)

ওস্তাদের শুভদৃষ্টি কোথায় পৌঁছে দিলো (ঘটনা)

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইমামে আযম আবু হানীফা এর শ্রেষ্ঠ শাগরেদ ইমাম মুহাম্মদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বরকতময় খেতমতে উপস্থিত হলেন এং ফিকাহের **"কিতাবুস সালাত"** শিখতে লাগলেন। ইমাম মুহাম্মদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যখন তার স্বভাবে ইলমে হাদীসের প্রতি আগ্রহ দেখলেন তখন তাঁকে বললেন: "তুমি যাও এবং ইলমে হাদীস অর্জন করো।" ব্যস যখন ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর ওস্তাদের পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং ইলমে হাদীস অর্জন করা শুরু করলেন তখন প্রত্যক্ষদর্শিরা দেখলো যে, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সমস্ত হাদীসের ইমামদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেলেন। **(রাহে ইলম, ৩৬ পৃষ্ঠা। তালিমুল মুতাআল্লিম, ৫২ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

৪০ বছর পর্যন্ত শুকনো রুটি খেতে থাকেন (ঘটনা)

হে আশিকানে ইমাম বুখারী! ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছাত্র জীবনে অনেক সময় শুকনো ঘাস খেয়েও সময় অতিবাহিত করেছেন, তিনি একদিনে সাধারণত শুধু দুই বা তিনটি বাদাম খেতেন। একবার অসুস্থ হয়ে গেলে ডাক্তার বললো যে, শুকনো রুটি খেয়ে খেয়ে এই মুবারক অন্ত্রগুলো শুকিয়ে গেছে, তখন তিনি বললেন: ৪০ বছর ধরে শুকনো রুটি খাচ্ছি এবং এই সময়ে তরকারীতে একেবারেই হাত লাগায়নি। (তাযকিরাতুল মুহাদ্দীসিন, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

অতুলণীয় স্মরণশক্তি (ঘটনা)

হযরত মুহাম্মদ বিন আবী হাতিম বলেন: আমি হাশিদ বিন ইসমাঈল এবং অপর এক বুযুর্গ থেকে শুনেছি, তাঁরা বর্ণনা করেন যে, ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছোট্ট বয়সে আমাদের সাথে ইলমে হাদীস অর্জনের জন্য বসরার ওলামায়ে কিরামের খেদমতে উপস্থিত হতেন, ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছাড়াও আমরা সকল সাথীরা হাদীসকে সংরক্ষণের জন্য লিখে নিতাম, ষোল দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর একদিন আমরা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ধমক দিলাম যে, আপনি হাদীস সংরক্ষণ না করে এতদিনের পরিশ্রম নষ্ট করে

www.dawateislami.net

দিয়েছেন। একথা শুনে ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমাদের বললেন: তোমরা তোমাদের লিখিত পাতাগুলো নিয়ে এসো, অতএব আমরা নিজেদের পাতাগুলো নিয়ে এলাম, ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হাদীসে মুবারাকা সমূহ মুখস্ত শুনাতে শুরু করে দিলেন, এমনকি তিনি পনের হাজার (১৫০০০) এরও অধিক হাদীসে মুবারাকা মুখস্ত বর্ণনা করে দিলেন, যা শুনে আমাদের মনে হতো যে, যেনো আমাদেরকে এই বর্ণনাগুলো ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِই লিখিয়েছেন। (ইরশাদুস সারি, ১/৫৯)

৭০ হাজার হাদীস মুখস্ত (ঘটনা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যেই কিতাবটি এক নযর দেখে নিতেন, তা তাঁর মুখস্ত হয়ে যেতো। শিক্ষার্জনের প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর ৭০ হাজার হাদীস মুখস্ত ছিলো এবং পরে গিয়ে এর সংখ্যা দাঁড়ালো লাখের কৌটায়, একবার হযরত সুলায়মান বিন মুজাহিদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত মুহাম্মদ বিন সালাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দরবারে উপস্থিত হলে তখন হযরত মুহাম্মদ বিন সালাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত সুলায়মান বিন মুজাহিদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে বললেন: যদি আপনি কিছুক্ষণ পূর্বে এসে যেতেন তবে আমি আপনাকে সেই শিশুকে দেখাতাম, যে ৭০ হাজার হাদীসের হাফিয। এই

আশ্চর্যজনক কথা শুনে হযরত সুলায়মান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর অন্তরে ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ সৃষ্টি হলো, অতএব হযরত মুহাম্মদ বিন সালাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দরবার থেকে বিদায় নেয়ার পর হযরত সুলায়মান বিন মুজাহিদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে খোঁজা শুরু করে দিলেন, যখন (ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাথে) সাক্ষাত হলো তখন হযরত সুলায়মান বিন মুজাহিদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: আপনিই কি ৭০ হাজার হাদীসের হাফিয? একথা শুনে ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: জি হ্যাঁ! আমিই সেই হাফিয, বরং আমার এর চেয়েও বেশি হাদীস মুখস্ত এবং যেসকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এবং তাবেঈন থেকে আমি হাদীস বর্ণনা করে থাকি তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই জন্ম তারিখ, বাসস্থান এবং ইন্তিকালের তারিখও জানি।

(ইরশাদুস সারি, ১/৫৯)

স্মরণশক্তির প্রখরতার একটি রহস্য

ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে জিজ্ঞাসা করা হলো: স্মরণশক্তি প্রখরতারও কি কোন ঔষধ আছে? তিনি বলেন: ঔষধ সম্পর্কে তো আমি জানিনা, তবে আমি প্রবল মনযোগ ও অধ্যাবসায়ের সহিত অধ্যয়ন করাকে স্মরণশক্তি প্রখরতার জন্য খুবই উপকারী হিসেবে পেয়েছি। **(ফতহুল বারী, ১/৪৬০)**

www.dawateislami.net

ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর হাদীসের জ্ঞান

মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন খোযাইমা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি আসমানের নিচে মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর চেয়ে বড় হাদীসের কোন আলিম এবং হাফিয দেখিনি, এমনকি বলা হতো যে, যেই হাদীস "মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল" জানতো না তা হাদীসই নয়।

বুখারী শরীফ কিভাবে লিখেন?

ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি যখনই আমার কিতাবে (সহীহ বুখারী) কোন হাদীস লিখার ইচ্ছা পোষণ করতাম তখন এর পূর্বে গোসল করেছি এবং দুই রাকাত নামায আদায় করেছি। আমি এই কিতাবে বিদ্যমান হাদীস সমূহকে ছয় লক্ষ হাদীস থেকে নির্বাচন করেছি, ষোল বছর সময়ে এই কিতাব লিখেছি এবং এই কিতাব আমার এবং **আল্লাহ পাকের** মাঝখানে দলীল স্বরূপ। **(আল মুস্তারাফ, ১/৪০)**

বুখারী শরীফের গ্রহনযোগ্যতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমনিতে তো ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অন্যান্য কিতাবও লিখেছেন, কিন্তু যেই গ্রহনযোগ্যতা ও প্রসিদ্ধি **"বুখারী শরীফ"** এর অর্জিত হয়েছে,

www.dawateislami.net

সেরূপ অন্য কিতাবের অর্জিত হয়নি, ইমাম আবু যায়িদ মারওয়াযি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি একবার মক্কায়ে পাকে মকামে ইব্রাহিম এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝখানে ঘুমাচ্ছিলাম, হঠাৎ স্বপ্নে **আল্লাহ পাকের প্রিয় এবং শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করলাম, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে আবু যায়িদ! আমার কিতাবের দরস কেন দিচ্ছো না? আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার প্রাণ আপনার প্রতি কুরবান! আপনার কিতাব কোনটি? **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল (অর্থাৎ ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ) এর কিতাব "বুখারী শরীফ"।

(বুস্তানুল মুহাদ্দীসিন, ২৭৪-২৭৫ পৃষ্ঠা)

বুখারী শরীফের শান ও মহত্ব

হে আশিকানে রাসূল! বুখারী শরীফের ব্যাপারে বলা হয়: اَصَحُّ الۡكُتُبِ بَعۡدَ كِتَابِ اللهِ اَلصَّحِيۡحُ الۡبُخَارِىُّ অর্থাৎ কোরআনে করীমের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব হলো "সহীহ বুখারী"। এই কিতাবের পূর্ণ নাম হলো: اَلۡجَامِعُ الۡمُسۡنَدُ الصَّحِيۡحُ الۡمُخۡتَصَرُ مِنۡ اُمُوۡرِ رَسُوۡلِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ وَسُنَنِه وَاَيَّامِه। হযরত আল্লামা আলী কারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: বুযুর্গরা লিখেন: যদি কোন বিপদে

www.dawateislami.net

"সহীহ বুখারী" পাঠ করা হয় তবে সেই বিপদ দূর হয়ে যায় এবং এই কিতাব যেই নৌকায় থাকবে তা ডুববে না, অনাবৃষ্টির দিনে এটি পাঠ করা হলে তবে বৃষ্টি হয়ে যায়। হযরত ইমাম আসিলুদ্দীন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি নিজের এবং অন্যের বিপদাপদ ও পেরেশানির জন্য "সহীহ বুখারী" এর ১২০বার খতম করেছি, ব্যস সকল আশা এবং প্রয়োজন পূরণ হয়েছে, এসকল বরকত **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই। (মিরকাত, ১/৫৪) হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: বিপদাপদে বুখারী খতম করা হলে এর বরকতে এবং **আল্লাহ পাকে**র অনুগ্রহে বিপদাপদ দূর হয়ে যায়।

(মিরাতুল মানাজিহ, ১/১১)

ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মুবারক অভ্যাস সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাতদিন এক করে নিজের লক্ষ্য পূরণ করার প্রেরণাতেই সফলতা ও উন্নতি অর্জন হয়ে থাকে, অহেতুক কাজে দিন নষ্ট করা এবং রাতে উদাসীনভাবে ঘুমানো ব্যক্তি সফলতার সিঁড়ি অতিক্রম করে না, ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আরাম আয়েশ থেকে অনেক দূরে থাকতেন, সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন, বান্দার হক আদায়ের ব্যাপারে নিজেই নিজের উদাহরণ ছিলেন। ইশকে রাসূলের অবস্থা এমন ছিলো

www.dawateislami.net

যে, **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চুল মুবারক নিজের নিকট রাখতেন। তাঁর খাবার ছিলো খুবই কম। নিজের নিয়্যতের প্রবলভাবে সংরক্ষণ করতেন।

তাঁর ইবাদতের আগ্রহও ছিলো অতুলণীয়, সারারাত জেগে ইবাদত করতেন, অনেক বেশি নফল আদায় করতেন, নফল রোযা, প্রতিদিন অর্ধেক রাতে উঠে ১০ পারা তিলাওয়াত, রমযান মাসে প্রতিদিন এক খতম কোরআন তিলাওয়াত, তারাবিতে কোরআন খতম করা তাঁর অভ্যাসের অন্তর্ভূক্ত ছিলো। (সিয়ারে আলামুন নুবালা, ১০/৩০৩। তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ১/৯৩। তাবকাতুশ শাফিয়া আল কুবরা, ২/২২৪)

ইমাম বুখারীর রোজগার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কৃষক এবং ব্যবসায়ীছিলেন, তিনি পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে অনেক সম্পদ পেয়েছিলেন, যা মুদারাবার[১] ভিত্তিতে প্রদান করতেন। (মাসাবিহুল জামেয়ে লিদ দামামিনি, ৫/৪৯। ফতহুল বারী, ১/৪৫৪) একবার তিনি বলেন: আমার প্রতি মাসে ৫০০ দিরহাম আয় হতো এবং আমি তা সবই শিক্ষার্জনে ব্যয় করে দিতাম।

(সিয়রে আলামুন নিবালা, ১০/৩০৯)

১. এক প্রকার চুক্তি, এতে এক পক্ষের অর্থ আর অপর পক্ষের শ্রম এবং লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে ভাগ বটোওয়ারা হতো।

www.dawateislami.net

মৌমাছি ১৭বার দংশন করলো (ঘটনা)

ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একদিন নামায পড়ছিলেন, মৌমাছি তাঁকে ১৭টি জায়গায় দংশন করলো, নামায সম্পন্ন করার পর বললেন: একটু দেখো তো কি জিনিস, যা নামাযে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, শাগরেদরা দেখলো যে, তাঁর পিট মুবারকের সতেরটি স্থানে ফুলে গেছে। হযরত ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মৌমাছির ১৭টি দংশন করার পরও নামায ভঙ্গ না করার ব্যাপারে বললেন যে, আমি একটি আয়াত তিলাওয়াত করছিলাম এবং আমার এই আকাঙ্ক্ষা ছিলো যে, আমি সেই আয়াতটি পূর্ণ করে নিবো। (হাদীস সারী মুকাদ্দমা ফতহুল বারী, ৪৫৫ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে নামায! শুনলেন তো আপনারা, নামাযে একাগ্রতার অবস্থা! **আল্লাহ পাক** হযরত ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সদকায় আমাদেরও তোমার ইবাদত ও কোরআনে করীম তিলাওয়াত করার সামর্থ্য নসীব করো।

বানাদেয় মুঝে নেক নেকোঁ কা সদকা
গুনাহোঁ সে হারদম বাঁচা ইয়া ইলাহী
ইবাদত মে গুযরে মেরী জীন্দেগানি
করম হো করম ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মসজিদের আদব

হাদীসে প্রসিদ্ধ কিতাব **"সহীহ বুখারী"** এর লেখক হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একবার মসজিদে ছিলেন, এক ব্যক্তি তার দাড়ি থেকে খড়কুটো বের করে মসজিদের মেঝেতে ফেলে দিলো! তিনি উঠিয়ে সেই খড়কুটো নিজের আস্তিনে রেখে দিলেন, যখন মসজিদ থেকে বের হলেন তখন তা ফেলে দিলেন।

(তারিখে বাগদাদ, ২/১৩)

কখনো গীবত করেননি

ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি আশা করছি যে, **আল্লাহ পাকের** দরবারে এই অবস্থায় উপস্থিত হবো যে, তিনি আমার নিকট গীবতের হিসাব নিবেন না, কেননা আমি কারো গীবত করিনি। (তারিখে বাগদাদ, ২/১৩)

নিয়্যত পরিবর্তন করা পছন্দ করলেন না (ঘটনা)

হযরত বকর বিন মুনীর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন: একবার এক ব্যক্তি ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট মাল পাঠালেন, সন্ধ্যায় তাঁর নিকট কিছু ব্যবসায়ী (Business man) আসলো এবং ৫০০০ দিরহাম লাভে সেই মাল কিনতে চাইলো তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: আজকের রাত

www.dawateislami.net

অপেক্ষা করো, পরদিন অন্য ব্যবসায়ীদল এলো, তারা ১০ হাজার দিরহাম লাভে কেনার প্রস্তাব দিলো, ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: কাল যেই ব্যবসায়ী এসেছিলো, আমি তাদেরকে বিক্রি (Sale) করার নিয়্যত করে নিয়েছি। অতএব তিনি তাদের নিকট মাল বিক্রি করলেন এবং বললেন: আমি নিজের নিয়্যত পরিবর্তন করা পছন্দ করি না।

(তারিখে বাগদাদ, ২/১২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ ওয়ালাদেরও দেখুন কিরূপ শান, দ্বীনি ব্যাপার হোকবা দুনিয়াবী, তাঁরা যেকোন অবস্থাতেই **আল্লাহ পাকের** ভয় থেকে নির্ভয় হননা বরং সর্বাবস্থায় নিজের নিয়্যত ও অন্তরের হিফযত করে থাকেন, আহ! বর্তমানকার ব্যবসায়ীরাও (Business man) যদি ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে ফলো করে সত্যবাদিতা ও আমানতদার হিসেবে ব্যবসা করে তবে রোজগারে কল্যাণ ও বরকতের পাশাপাশি অসংখ্য প্রতিদান ও সাওয়াব অর্জন করতো।

সেলসম্যানদের জন্য ভীতির বিষয়

ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীকে ঐসকল

www.dawateislami.net

ব্যক্তির সাথে দাঁড় করানো হবে, যাদেরকে সে কোন জিনিস বিক্রি করেছে এবং যত লোকের সাথে তার লেনদেন হয়েছিলো, তাদের সংখ্যার সমান প্রত্যেকের ব্যাপারে তার থেকে হিসাব নেয়া হবে। (ইহইয়াউল উলুম, ২/১১১)

আশিকে মাল ইস মে সোচ আখির কিয়া উরুজ ও কামাল রাখা হে?
তুঝ কো মিল জায়ে গা জু কিসমত মে তেরী রিযকে হালাল রাখা হে

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ওস্তাদ ও শাগরেদদের সংখ্যা

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইন্তিকাল করার সময় নব্বই হাজার (৯০,০০০) শাগরেদ ও মুহাদ্দীস রেখে যান।

(মলফুযাতে আলা হযরত, ১৩৮ পৃষ্ঠা)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারক মুফতী শরীফুল হক আমজাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেন: ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ওস্তাদে কিরামের সংখ্যা এক হাজার আশি (১০৮০) জন।

(নুযহাতুল কারী, ১/১১৯)

ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর উপদেশ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ প্রায় এই পংক্তি পাঠ করতেন:

www.dawateislami.net

اِغۡتَنِمۡ فِي الۡفَرَاغِ فَضۡلَ الرُّكُوۡعِ فَعَسٰى اَنۡ يَّكُوۡنَ مَوۡتُكَ بَغۡتَةً

كَمۡ صَحِيۡحٍ رَأَيۡتُ مِنۡ غَيۡرِ سَقَمٍ خَرَجَتۡ نَفۡسُهُ الصَّحِيۡحَةُ فَلۡتَةً

অনুবাদঃ (১) অবসর সময়ে রুকু ও সিজদাকে (অর্থাৎ নফল নামায) গণিমত মনে করো, অতিশীঘ্রই তোমার মৃত্যু এসে যাবে। (২) আমি এমন অনেক সুস্থ্য সবল লোক দেখেছি, যাদের কোন রোগ ছিলো না এবং হঠাৎ তাদের রূহ উড়ে গেছে। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ২৭১ পৃষ্ঠা)

আখিরাত কি করো জলদ তৈয়্যারিয়াঁ
মউত আ'কর রাহে গি তুমহে বে গুমাঁ
মউত কা দেখো এলান করতা হোয়া
সুয়ে গোরে গরিবাঁ জানাযা চলা
তুম এ্যয় বোড়ো সুনো! নওজোয়ানো সুনো
এ্যয় যঈফু সুনো! পেহলোয়ানো সুনো
মউত কো হার ঘড়ি সর পে জানো সুনো
জলদ তাওবা করো মেরী মানো সুনো!

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহর মাহবুবের দরবারে ইমাম বুখারীর অপেক্ষা

হযরত আব্দুল ওয়াহিদ তাওয়াভিসি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন যে, আমি স্বপ্নে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

যিয়ারত করলাম, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان সাথে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম আরয করলাম, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সালামের উত্তর প্রদান করলেন। অতঃপর আমি দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জানতে চাইলে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমি মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারীর অপেক্ষা করছি।" কিছুদিন পর জানতে পারলাম যে, ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ওফাত (Death) হয়ে গেছে। অনুসন্ধান করাতে জানতে পারলাম যে, যেই রাতে তাঁর ইন্তিকাল শরীফ হয়েছিলো সেই রাতেই আমি **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করেছিলাম।

(সিয়ারে আলামুন নুবালা, ১০/৩১৯)

হে আশিকানে ইমাম বুখারী! পহেলা শাওয়ালুল মুকাররম ২৫৬ হিজরী (চাঁদরাতে) ৬২ বছর বয়সে ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ইন্তিকাল শরীফ (Death) হয়। অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর কবর শরীফ থেকে মুশক ও আম্বরের চেয়েও বেশি উত্তম সুগন্ধ আসতে থাকে। বারবার কবর শরীফে মাটি ঢালা হতো কিন্তু লোকেরা সুগন্ধের কারণে তাবাররুক হিসেবে মাটি নিয়ে যেতো। **(তাবকাতুশ শাফেয়ীয়া আল কুবরা, ২/২৩২-২৩৩)** তাঁর মাযার শরীফ সামারকন্দ (উজবেকিস্তান) এর

www.dawateislami.net

নিকটস্ত খরতঙ্ক (Khartank) নামক এলাকায় অবস্থিত।

(সিয়ারে আলামুন নুবালা, ১০/৩১৯-৩২০)

ইমাম বুখারীর মাযারের বরকত

হযরত আবু ফাতেহ সামারকন্দি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সামারকন্দে দূর্ভিক্ষ হলো (অর্থাৎ অনাবৃষ্টির কারণে শস্য উৎপাদন কমে গিয়েছিল)। লোকেরা অনেকবার "ইস্তিসকার নামায" পড়লো, দোয়া প্রার্থনা করলো কিন্তু বৃষ্টি হলো না, অতঃপর একজন নেককার ব্যক্তি শহরের কাযীর (Judge) নিকট গেলো এবং তাকে পরামর্শ দিলো যে, তুমি শহারের লোকদের নিয়ে ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাযার শরীফে যাও আর সেখানে গিয়ে **আল্লাহ পাকের** নিকট বৃষ্টির জন্য দোয়া প্রার্থনা করো, হয়তো **আল্লাহ পাক** তোমাদের দোয়া কবুল করে নিবেন। শহরের কাযী এই পরামর্শ গ্রহণ করলো এবং শহরের লোকদের নিয়ে ইমাম বুখারীর মাযার শরীফে উপস্থিত হলো, লোকেরা সেখানে খুব কেঁদে কেঁদে প্রবল বিনয় ও একাগ্রতার সহিত দোয়া প্রার্থনা করলো এবং ইমাম বুখারীর নিকট দোয়া কবুলের জন্য সুপারিশের আবেদন করলো। তখনই আকাশে মেঘ এসে গেলো এবং সাতদিন পর্যন্ত লাগাতার এমনভাবে বৃষ্টি হলো যে, মানুষদের "খরতঙ্কে" অবস্থান করতে হলো, কেননা অত্যধিক বৃষ্টির

www.dawateislami.net

কারণে সামারকন্দ পর্যন্ত যাওয়া বিপদজনক হয়ে গেলো। (খরতঙ্ক থেকে সারারকন্দ পর্যন্ত তিনদিনে দূরত্ব।)

(ইরশাদুস সারি, ১/৬৭)

আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আল্লাহু গণী! শানে অলী! রাজ দিলোঁ পর
দুনিয়া সে চলে জায়ে হুকুমত নেহী জাতি

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

যে নিজের ইলম অনুযায়ী আমল করে আল্লাহ পাক তাকে এমন ইলম দান করবেন, যা সে আগে জানত না।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/১৩, নং: ১৪৩২০)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net